

# হঠাৎ একদিন

মোঃ হাফিজুর রহমান  
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ  
শরণখোলা সরকারি কলেজ

“Human mind is very short” মানুষ সহজেই মানুষকে ভুলে যায় কিন্তু স্মৃতির খাতায় ময়লা জমলেও অক্ষরগুলো একেবারে অস্পষ্ট হয়ে যায়না, তাইতো মাঝে মাঝে কোন নির্দিষ্ট নাম বা স্মৃতি মনে পড়ে যায়। আমি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। আমার মেজবোন মমতাজ তখন এস.এস.সি পরীক্ষা দিচ্ছে। আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা হতো কয়রা মদিনাবাদ হাইস্কুলে। কয়রায় আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী থেকে আমার বোন পরীক্ষা দিচ্ছিল। সেদিন ছিল গণিত পরীক্ষা। আমার আকা আমাকে কয়রায় পাঠালেন আমার বোনের পরীক্ষা কেমন হচ্ছে তা জানার জন্য। আমার গ্রামের বাড়ী ফতেকাটি থেকে কয়রার দূরত্ব প্রায় ১৪ কি.মি.। ঐ রোডে একটি লোকাল বাস চলত তাও বন্দ করে দেয়া হয়েছিল। ফলে সে সময় যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তার উপর হঠাৎ উপকূলীয় অঞ্চলে ‘নিম্নচাপের পূর্ভাবাস’, সকাল হতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বাধ্য হয়েই আমি আমার ব্যবহৃত বাইসাইকেলটি নিয়ে কয়রা নদীর তীর বেয়ে জায়গীরমহল ব্রীজ হয়ে কয়রায় গেলাম। ১ টার সময় আমার বোনের পরীক্ষা শেষ হলো। তার সাথে দেখা করে আমি দূত ফিরে আসার জন্য রওনা হলাম। কারণ আকাশের অবস্থা ধীরে ধীরে খুব খারাপ হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কয়রা নদীর তীর বেয়ে আমি দূত সাইকেল চড়ে এগিয়ে যাচ্ছি। শুরুর হলো ভয়াবহ ঝড়, সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি আর বজ্রপাত। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। ঝড়ের প্রকোপে আমার সাইকেলটি এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। অচেনা জায়গা, সঙ্গে ভয়াবহ অন্ধকার। মনে হচ্ছে আমি মৃত্যুপুরির দ্বীপে এগিয়ে চলছি। হঠাৎ বিদ্যুতের চমকে চোখে পড়ল একটি কুড়ে ঘর। আশায় বুক বাধলাম, দেখলাম পরিত্যক্ত বাসস্ত্যান্ডের পাশে ছনের তৈরি একটি কুড়ে ঘর। দূত এগিয়ে গেলাম ঘরটির দিকে। উঠানে গিয়ে দাড়াতেই বিদ্যুতের বলকে তাকিয়ে দেখলাম ভিতরে এক বৃদ্ধা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। বৃদ্ধার সারা শরীর কুচকানো, মুহূর্তেই মনে হল রূপকথার সেই ডাইনি বুড়ির কথা। আমার দিকে চোখ পড়তেই বৃদ্ধা মহিলা গুটি গুটি পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আস্তে লাগলেন। ভয়ে আমি আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম। হঠাৎ বৃদ্ধা এসে আমার ডান হাত চেপে ধরলেন এবং আঞ্চলিক বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, “তুই কার পুয়া বাছা? কনতে আইলি”? আমি কোন উত্তর দিতে পারছিলাম না শুধু কাঁপছিলাম। বৃদ্ধা আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ক্ষীণ গলায় ডাকলেন, “সুফিয়া, গামছার তেনা ডা দে” প্রদীপের হাল্কা আলোয় দেখলাম আনুমানিক ৮/৯ বছরের একটি মেয়ে লুঞ্জির ছেড়া অংশ বিশেষ আমাকে এগিয়ে দিলেন। মেয়েটির চোখে মুখে পুষ্টিহীনতার ছাপ পরিস্কার। বৃদ্ধা অতি যত্নে আমার ভিজে যাওয়া শরীর পরম মমতায় মুছে দিলেন। এবার যেন আমার ভয় কিছুটা কমলো। বৃদ্ধা আমাকে একে একে প্রশ্ন করে আমার বিস্তারিত জেনে নিলেন। আকাশে ঝড় বৃষ্টি থামার কোন আলামত দেখতে পেলাম না। আমার হাতঘড়িটার ভিতরে বৃষ্টির পানি ঢুকে সেটাও অকেজো সুতরাং কয়টা বাজে তার কোনই ধারণা পেলাম না। বাড়ীর কথা মনে হতে লাগলো। এতক্ষণে হয়ত আকা, আন্মা, আমাকে নিয়ে অনেক টেনশন করছে। অথচ বের হওয়ার কোন উপায় নেই। কিছুক্ষণ পর মহিলা একটি পুরাতন জীর্ণ প্লেটে ২টা রুটি আর সামান্য আখের গুড় আমাকে খেতে দিলেন। আখের গুড় আমার নিকট পৃথিবীর অন্যতম বাজে খাদ্য বলে মনে হয়। তারপরেও এত বেশী ক্ষুধা লেগেছিল যে, সেটাই অমৃতের মত মনে হলো। বৃদ্ধাকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার কথা বললাম কিন্তু সেটা যে শুধু কথার কথা তা আমিও জানতাম। কারণ বাইরে ততক্ষণে প্রচণ্ড অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আর বৃষ্টি তো থামার কোন লক্ষণই দেখলাম না। এবার আমি নিজেই নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। বৃদ্ধার আদি নিবাস ছিল নলিয়ানের চর। চার বছর আগে শিপসা নদীর ভাঞ্জে ঘরবাড়ী হারিয়ে

পরিত্যক্ত বাসস্ত্যান্ডের পাশে কুড়ে ঘর তৈরি করে বৃদ্ধার বসবাস। স্বামী মারা গেছে যুদ্ধের বছর। একমাত্র মেয়েকে বিবাহ দিয়েছিল শেষ সম্বল ৫ কাঠা জমি যৌতুক দিয়ে। কিন্তু লোভী জামাই ২ বছরের মাথায় তালাক দেয়। কোলে ৬ মাসের সুফিয়াকে রেখে দুই বছর আগে ডায়রিয়ায় সুফিয়ার মা মারা গেলে এখন কয়রা বাজারের পাশে কালাইয়ের রুটি আর চিতাই পিঠা বিক্রি করে বৃদ্ধা ও তার নাতনি সুফিয়ার বেচে থাকার প্রচেষ্টা। সুফিয়াকে পাশের এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার পর তৃতীয় শ্রেণির পর আর পড়া হয়নি। নানী ছাড়া পৃথিবীতে সুফিয়ার আর কেউ নেই। সুফিয়ার দিকে তাকালাম, ঘুমন্ত চোখে সে আমাদের গল্প শুনছিল। মনে মনে ভাবছিলাম নানী মারা যাবার পর কে সুফিয়াকে দেখবে?। অনিশ্চিত ওর ভবিষ্যৎ, গন্তব্যহীন ওর পথ চলা। ওর কথা ভেবে খুব খারাপ লাগছিল। ঘরের মধ্যে ২টি ছাগল ও কয়েকটি মুরগি দেখলাম। বাঁশের মাচার মত চৌকি সদৃশ একটি জিনিস তার ওপর আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন বৃদ্ধা। ঝড়-বৃষ্টি কখন থেমেছে জানিনা। ঘুম ভাঙতে দেখলাম এক ঝলমলে সকাল। ঘুম থেকে উঠেই বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। আসার সময় সুফিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, “ভাইজান আবার আইয়েন কিন্নু”। দ্রুত বাড়ীর উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। পথে দেখলাম প্রচুর গাছপালা উপড়ে পড়েছে। কাদা পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ী ফিরতে প্রায় ৩ঘন্টা লেগে গেলো। বাড়ী গিয়ে শুনলাম হলস্থূল কান্ড। চারিদিক চলছে খৌজাখুঁজি। যাহোক বাড়ী পৌঁছার পর সবার টেনশন দূর হলো। সারাটা দিন ঘুমালাম। ঘুম থেকে উঠে সেই বৃদ্ধা আর তার অসহায় নাতনি সুফিয়ার কথা মনে হতে লাগলো। এস.এস.সি. পাশ করে ফেরার পথে আমার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আরেক দিন সেই বৃদ্ধার বাড়ী গিয়েছিলাম। ঐ দিন বৃদ্ধার হাতে ৫০ টাকার একটি নোট দিয়েছিলাম, টাকা পেয়ে বৃদ্ধা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। বৃদ্ধা আমাকে অনেক দোয়া করলেন যাতে মানুষের মত মানুষ হতে পারি। তারপর বহু দিন কেটে গেলো, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর আমার ২ জন বন্ধু এলো আমাদের বাড়ী বেড়াতে। ওদের আবদার সুন্দরবন দেখবে। তাই ওদের সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবন দেখতে গেলাম। এই সুযোগে বন্ধুদের নিয়ে সেই বৃদ্ধার বাড়ী গেলাম। কিন্তু আল্লাহর কি ইচ্ছা ওখানে কোন বাড়ীর চিহ্ন দেখলাম না। বাসস্ত্যান্ড কর্তৃপক্ষের অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযানে বৃদ্ধার সেই টং ঘরটি ভেঙে দিয়েছে। সুফিয়ারা যে কোথায় থাকে তা কেউ বলতে পারল না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। ফিরে এসে আমাদের কাছে ঘটনা বললাম, আমরাও খুব মন খারাপ করল। মাঝে অনেক বছর কেটে গেল। ওদের আর কোন খোজ পাইনি। কিন্তু পৃথিবীটা তো গোল তাই তো মানুষ ঘুরতে ঘুরতে আবার মুখোমুখি হয়ে যায়। গত সেপ্টেম্বরে আমি কয়রায় গেলাম জরুরী একটা কাজে। বাজারের পাশে মধ্যম মানের একটা হোটেলে ঢুকলাম দুপুরের খাবারের জন্য। খাবার শেষে বেসিনে হাত ধুতে যাওয়ার সময় চুলার পাশে নোংরা থালা বাসন ধোয়া অবস্থায় আমি সুফিয়াকে আবিষ্কার করলাম। পাশে গিয়ে আমার পরিচয় দিলাম। চিনতে পারল কিনা জানিনা। তবে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলো। ওর নানীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। স্বাভাবিক কণ্ঠে সুফিয়া আমাকে জানালো ৩ বছর আগে পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে ওর নানী মারা গেছে। সেই থেকে সুফিয়া বিভিন্ন হোটেলে থালা বাসন ধুয়ে দু-বেলা খাবার ব্যবস্থা করে। জীর্ণ শীর্ণ ওর শরীর, স্নান ওর চেহারা। নোংরা একটা কাপড় পরনে। একে বেচে থাকা বলে কিনা জানিনা। আর বেশীক্ষণ ওখানে দাঁড়ালাম না। হোটেলের কয়েকজন বয় আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছিল। সুতরাং ওখানে বেশীক্ষণ থাকা সমুচিত নয় বলে মনে হলো। কয়রা বাজারের ফুটপথ ধরে হেটে চললাম। বড় বড় ব্যানারে আর পোস্টারে ছেয়ে আছে অলিগলি। ব্যানার, ফেস্টুন ভরা শুধু সফলতার গল্প লিখা কিন্তু কোথাও সুফিয়াদের জীবনের কষ্টের কথা লিখা দেখলাম না।